স্টার্ট ইয়োর বিজনেস

মূল
রোজেটা থুরম্যান

রূপান্তর
ত্বাইরান আবির

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

স্টার্ট ইয়োর বিজনেস

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২২
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Launch Your Business by Rosetta Thurman
Transformed by Tayran Abir
Edited by Ahmod Musa
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-96328-3-2

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৫

প্রথম অধ্যায়: নিজের কাজে ফোকাস করুন.....৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিজের শক্তির জায়গা খোঁজা ও আদর্শ কাস্টোমার সনাক্তকরণ ৪৯

তৃতীয় অধ্যায়: আয় করা.....৬৩

চতুর্থ অধ্যায়: অনলাইন উপস্থিতি ৭২

পঞ্চম অধ্যায়: ব্যবসাকে উন্মুক্ত করা.....৯৪

ভূমিকা

স্টার্ট ইয়োর বিজনেসে আপনাকে স্বাগত। আপনাদের সাথে কাজ করতে পেরে আমি অতিশয় আনন্দিত। আমি রোজেটা থুরম্যান বলছি। আপনাদের সাথে কাজ করতে আশা করি বেশ ভালো লাগবে। ব্যবসায়িক সেক্টরে কাজ করার বিষয়টি বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার সবার জন্যই। তবে সঠিক উপায়ে কাজ করতে পারলে সুনিশ্চিতভাবেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব সবার জন্যই। তবে যেকোন বিজনেস শুরুর কাজটি বেশ জটিল। এই জটিলতা দূর করার জন্য আমি আপনাদের সাহায্য করব। আশা করি সব ধরনের পরামর্শ মেনে আপনারা সফলভাবে নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে সক্ষম হবেন।

আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা হয়ত অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল, হতে পারে আপনারা অনেক কিছুই করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু একটা সময়ে এসে আপনাকে থেমে যেতে হয়েছে। হতে পারে আপনার সকল পরিকল্পনা একটা সময়ে এসে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতেও আপনার দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কেননা আপনি এই মুহূর্তে যেই অবস্থানে রয়েছেন সেটাই আপনার জন্য সবচে উত্তম জায়গা। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে এখান থেকেও আপনি চাইলে নিজের ভালো একটা অবস্থান গড়ে তুলতে পারবেন। এসবের জন্য আপনাদের দুর্দান্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন। মনে রাখবেন আপনি যে অবস্থানেই থাকুন না কেন সেটাই আপনার জন্য সঠিক জায়গা।

নিজের বিজনেস চালু করার বিষয়টি খুব জটিল একটি সিদ্ধান্ত। সহজেই এসব কাজ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এতে এমনকি আপনার জীবন পর্যন্ত বদলে যেতে পারে। তাই এসব কাজ বেশ সাবধানতার সাথে করতে হয়। সেই জায়গা থেকে আপনাদের সাহায্য করার জন্যই আমি এই বইটি লিখেছি। একজন সিইও হিসেবে আপনি যেন ভালো করতে পারেন এবং নিজের ব্যবসাকে সফল

করে তুলতে পারেন সেই বিষয়টিকে সামনে রেখেই সকল নির্দেশনা সাজানো হয়েছে বইটিতে।

আজ থেকে কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন আপনাদের মতোই একজন ছিলাম। আমার একটি চাকরী ছিল, ভালো অঙ্কের বেতন ছিল, লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল, এমনকি আমি নিজের পরিবারকে বেশ ভালোমতোই সাপোর্ট করতে পারতাম। আমার ছিল সুন্দর একটি বাড়ি, ঘোরাফেরা করার মতো যথেষ্ট টাকা পয়সা। আমি প্রায়ই ঘুরতে বেরোতাম বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার জীবনে কি যেন নেই, আমি অনুভব করতে পারছি আমার জীবনে অভাব রয়েছে কোন কিছুর। এরপর থেকে আমি খুঁজতে শুরু করলাম সেই জিনিসটা, যা আমি নিজের জীবনে অভাববোধ করছিলাম। আর এটা খোঁজার জন্য আমি রবার্ট এইচ স্কুলারের মতো নিজেকে প্রশ্ন করলাম—

আমি যদি ব্যর্থ না হতাম, তাহলে কোন কাজটি করতাম?

আমার নিজ থেকে জবাব এল—নিজের জন্য কাজ করা, নিজের জন্য লেখা, ভ্রমন করা এবং আরও বেশি বেশি লেখা।

আমি একটি বই লিখতে চাইছিলাম। তবে এটা লেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছিলাম না। আমি নিজের কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে থাকতাম যে বইটি লেখার জন্য সময়ই থাকত না। তবে বইটি লেখার জন্য আমি মুখিয়ে ছিলাম। আমি আশায় ছিলাম কোন একদিন আমার হাতে এনাফ সময় থাকবে এবং আমি এসব নিয়ে সব লিখতে পারব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি আমি নিজের কাজের বাইরে এক্সট্রা কোন সময় লম্বা কারিয়ারেও পাইনি। ফলশ্রুতিতে আমি নিজের স্বপ্নের প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করতে পারিনি। কিন্তু ভাগ্য বলে তো একটা ব্যাপার থাকে। হয় ভাগ্যই আমাকে নিজের কাজ করতে সাহায্য করেছে, আর নয়ত সময় আমাকে গড়ে তুলেছে নিজের ভাগ্যকে তৈরি করার সক্ষমতা দিয়ে। যার ফলে আমি অবশেষে নিজের বইটি লেখার জন্য সময় পেয়েছিলাম। তবুও প্রচুর সময় কেটে গিয়েছিল। আমার বয়স যখন ষাট বছর, ঠিক তখনই আমি বইটি লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। আমার জীবন ততদিনে খারাপ ছিল এমনটা আমি বলব না। বেশ ভালোই সময় কাটছিল আমার। তবে আমি নিজেকে আরও ওপরে নিতে চেয়েছিলাম।

এরই ধারাবাহিকতায় আমি ২০০৭ সালে লিডারশীপ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ব্লগ লিখতে শুরু করেছিলাম, লিডারশীপের ওপর নানা ধরনের টপিক তৈরি করতে শুরু করেছিলাম, যা মানুষকে সাহায্য করতে সক্ষম। এছাড়াও আমি সময়ে সময়ে এই বিষয়ের ওপর কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছি, বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছি। এভাবেই একজন ক্যারিয়ার কনসালটেন্ট হিসেবে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

এরপর ২০০৮ সালে আমি থুরম্যান কনসালটেন্ট চালু করার ঘোষণা দেই। এরপর নিজের মতো কাজ করতে শুরু করতে শুরু করেছিলাম। ঐ বছরের শেষের দিকে আমি নিজের কনসালটেন্ট কারিয়ারের কাজ করে দশ হাজার ডলার আয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আপনি জেনে অবাক হবেন যে তখনো আমি নিজের মূল চাকরী ছেড়ে দেইনি। নিজের আসল কাজ করার পাশাপাশি কনসালটেন্টের কাজ করে যাচ্ছিলাম। আর এসব করেই আমি দশ হাজার ডলার আয় করতে পেরেছিলাম। এই বিষয়টি আমার কারিয়ারকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলো। এরপর থেকে প্রায় সময়ই মানুষ আমাকে নিজেদের বিভিন্ন ইভেন্টে কথা বলার জন্য ডাকত। এভাবেই একটা সময় আমার জন্য একজন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এমনি করেই আমার সব চলছিল।

সময়ের পরিক্রমায় আমার সামনে এমন অবস্থা চলে এল যে আমি আমার দারুন অঙ্কের বেতনের চাকরিতে যেই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারতাম, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ আমি নিজে একজন কনসালটেন্ট স্পিকার হিসেবে আয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আর এখান থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছিলাম নিজের ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য। সেজন্য আমাকে আরও দুই বছর কাজ করতে হয়েছিল। হুট করেই আমি নিজের ব্যবসা দাঁড় করাতে সক্ষম হইনি। দুটি বছর কেটে যাওয়ার পর আমি নিজের ব্যবসাকে পুরোদমে চালু করতে পেরেছিলাম। এরপর আমি নিজের জব ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেননা আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি এখন নিজের ব্যবসা নিয়ে অনেক দূর পথ চলতে পারবো। আপনাদের আমার এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম বলিনি এখন পর্যন্ত। আমার এই প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে হ্যাপি ব্ল্যাক উইমেন। এই প্রতিষ্ঠান নারীদের নিয়ে কাজ করে। নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সবধরনের কাজ

শেখানো, কোর্সের আওতায় নিয়ে আসা, ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা, কোচিং করানোর কাজটিও বেশ ভালোমতোই সামাল দেওয়া হতো। মাসের পর মাস বিভিন্ন কোর্স নিয়ে হাজির হয়ে যেত কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যরা। ঠিক একই লক্ষ্য আমি আপনাদের জন্যেও সেট করে রেখেছি। আমি চাই আপনাদের সাহায্য করতে, যেন আপনারা নিজের কাজে সুন্দরভাবেই সফল হতে পারেন।

আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই, কারণ আপনারা আমার ওপর ভরসা করে বইটি হাতে নিয়েছেন এবং আপনারা নিজেদের এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক বলে। আপনারা একটি যাত্রা পথের শুরুতে অবস্থান করছেন এই মুহূর্তে। আপনাদের হতাশ হওয়ার আসলেই কিছু নেই। আমি আশাবাদী আপনারা নিজের কাজে সফল হতে পারবেন, আমার সকল নির্দেশনা আপনাকে এগিয়ে নিতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। তাই ভয় না পেয়ে চলুন তাহলে নিজের কাজ শুরু করা যাক। এই বইয়ে বর্ণিত সবকিছু আপনাকে নিজের ব্যবসাকে আরো এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আপনার নিজের ব্যবসাকে সফল করে তুলে দ্রুত টাকা আয় করার জন্য নানা ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বইটিতে। তাই আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি বইটি আপনাদের পুরোদমে গড়ে তুলবে একজন ভালো ব্যবসায়ী হিসেবে। সুতরাং এখন থেকেই নিজের কাজ শুরু করুন। নিজেকে এগিয়ে নিন আরো একধাপ।

আমি আপনাদের launchyourbusiness.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেখানে আপনি আরও নানা বিষয়ের ওপর লেখা পাবেন যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বেস্ট অব লাক।

আপনার সফলতা কামনা করছি।

রোজেটা থুরম্যান
rosettathurman.com

প্রথম অধ্যায়

নিজের কাজে ফোকাস করুন

এই অধ্যায়ে আমি আপনাদের নিজের মনকে সুনির্দিষ্ট কোন একটি জায়গায় ফোকাস করার জন্য প্রস্তুত করে তোলার ব্যাপারে জানাব। কীভাবে নিজের মনকে একটি বিন্দুতে এনে জড়ো করবেন, কীভাবে নিজের ব্যবসাকে সবচে বেশি প্রাধান্য দিয়ে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিবেন, এ সম্পর্কে আলোচনা করব। ব্যবসা শুরু করার এই স্তরটা খুব জটিল। তবে আপনি যদি একবার নিজের এই জায়গায় উন্নতি করতে সক্ষম হন, তাহলে বলা যায় বেশ ভালো করতে পারবেন।

শুরুতেই আপনার নিজের মনকে শিফট করে নিতে হবে ব্যবসার জন্য। আপনি নিশ্চয়ই ব্যবসা করার আগের মুহূর্তে নিজেকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মনে করেন না। কিন্তু ব্যবসা শুরু করার পর থেকে আপনাকে ঠিক এই কাজটিই করতে হবে। নিজেকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ভাবতে শিখতে হবে। আপনি একটি উদ্যোগ নিতে চলেছেন। আর এটা করার পর আপনার নিজেকে অবশ্যই সেই মানসিকতা তৈরি করে নিতে হবে। তা না হলে আপনি বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারবেন না। ফোকাস করার পর নিজের ব্যবসার সব ধরনের প্ল্যান আপনাকে করে নিতে হবে। আপনার ব্যবসার লক্ষ্য কি হিবে, সেসব অর্জন করার জন্য আপনি কীভাবে কাজ করে যাবেন, এসব নির্ধারণ করাটাও আপনার জন্য বেশ জরুরী। কিন্তু আপনি যদি নিজের মনকে ফোকাস করতেই সক্ষম না হন, তাহলে কীভাবে এসব অর্জন করতে সক্ষম হবেন? কখনই সফল হবেন না। তাই শুরুতেই আপনাকে নিজের কাজে মনযোগী হতে হবে। আর এই মনযোগী হওয়ার জন্যই আপনাকে ফোকাস করতে হবে নিজের কাজের দিকে। একবার যদি আপনি এটা করতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য সকল কাজই সহজ হয়ে যাবে।

আপনার এই কাজটি করার জন্য অর্থাৎ নিজের মনকে ফোকাস করার জন্য বেশকিছু উপায় রয়েছে। এসব উপায় অনুসরণ করে আপনি নিজের ফোকাস অনেকাংশেই নিয়ে আসতে পারবেন নিজের কাজে। নিজের কাজে ফোকাস করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের নেতিবাচকতা এসে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিজেকে

নেতিবাচকতা থেকে বের করে আনার জন্যেও বেশকিছু উপায় রয়েছে। আপনি এসব উপায় ব্যবহার করে নিজেকে নেতিবাচক সকল দিক হতে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন। যেকোন কাজ করার জন্যই বিভিন্ন কৌশল থাকে। তেমনি ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে নানা ধরনের নেতিবাচকতা দূর করার জন্যেও বহু কৌশল আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আপনাদের সেসব নিয়ে জানাব। নেতিবাচক শক্তিকে কখনই পাত্তা দিতে নেই। আপনি যদি নেতিবাচক শক্তিকে পাত্তা দিতে শুরু করেন তাহলে আপনার সামনে ভালো কিছু করার সুযোগ নেই। একটা সময় আপনি নিজেকে হতাশায় ভরা লোকেদের মাঝেই দেখতে পাবেন এমন স্বভাব বজায় রাখলে। আর যদি নিজের সকল নেতিবাচক দিক মুছে দিয়ে কাজ করতে থাকেন, তাহলে একটা সময় ঠিকই সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। আমি এসব নিয়েও এই বইয়ে আলোচনা করব আপনাদেরকে নানা বিষয় জানানোর জন্য। আশা করি সেসব আপনাদের জন্য বেশ সহায়ক হবে।

এখন আমরা আলোচনা করব কীভাবে আপনি নিজের ব্যবসার কাজে সময় বের করতে পারবেন প্রতি সপ্তাহে। এটা যারা ফুল টাইম চাকরীর সাথে জড়িত থেকেও নিজের ব্যবসার কাজ করে চলছেন তাদের জন্য বেশ কার্যকরী একটা ব্যাপার। আমাদের মাঝে সবাই শুরুতে এসেই নিজের ব্যবসা দাঁড় করাতে সক্ষম নয়। সবার সে পরিমাণে টাকা থাকে না, সময় থাকে না কিংবা নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা দাঁড় করানোর মতো পরিবেশ তারা পায় না। তাই একটু ভিন্ন পথেই আমাদের এগোতে হবে। আমি মূলত আপনাদের সেসব নিয়েও জানাব। নিজের সব কাজ শেষ করেও কীভাবে ব্যবসার জন্য সময় দেওয়া সম্ভব, কীভাবে নিজেকে আরো বেশি প্রোডাক্টিভ করে তুলতে পারে একজন সেসব নিয়েও আলোচনা করব আমি। এমন লোকের অভাব নেই যারা সপ্তাহে একটু সময় বের করতে পারে নিজের কাজে। প্রশ্ন জাগতে পারে আপনার মনে—তাহলে এই ধরনের মানুষেরা কি ব্যবসা করতে সক্ষম নয়? আমি এর জবাবে বলতে চাই অবশ্যই তাদের পক্ষেও ব্যবসা করা সম্ভব। সপ্তাহে যে মানুষটি একটা পুরো দিন বের করা বাদে আর সময় বের করতে পারে না চাইলে তার দ্বারাও ব্যবসা করা সম্ভব। তবে এটা বেশ কঠিন কাজ। এই অসাধ্যকে সাধন করার জন্য আপনার অবশ্যই কঠিন মনোবল থাকতে হবে। নিজের মাঝে দৃঢ় মানসিকতা গড়ে তোলা সবার জন্য সহজ কাজ নয়। কিন্তু মানুষের চাওয়ার বাইরে যেহেতু কিছুই নেই,

মানুষ চাইলেই যেহেতু অনেক কিছুই করে দেখাতে সক্ষম, সেহেতু তার দ্বারা এক সপ্তাহে একটি পুরো দিন সময় দিয়েও নিজের ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। প্রথম প্রথম সময় অল্প দিয়ে হলেও নিজের ব্যবসাকে দাঁড় করিয়ে নিতে হবে। এই কাজটাই সবচে কঠিন কাজ। আপনার হাতে নিজের ব্যবসায় দেওয়ার মতো সময় নেই, এটা ব্যবসা করার জন্য মোটেও অনুকূল পরিবেশ নয়। এমন কাজে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কাউকে উৎসাহিত করব না। কিন্তু আসলেই যদি আপনার হাতে সময় না থাকে তাহলে তো আসলে কিছু করার নেই। এক্ষেত্রে নিজেকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব আমি আপনাদের তা সম্পর্কেও এই বইয়ে জানাব। আশা করি সেসব আপনাদের জন্য বেশ সহায়ক হবে।

আপনার ব্যবসা আপনার জবের পাশাপাশি চলতে পারে। এমন নয় যে আপনাকে এজন্য নিজের কাজ ছেড়ে দিতে হবে। আপনি বরং নিজের মূল পেশার জায়গা ঠিক রেখেই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। পরবর্তীতে যখন আপনার ব্যবসা দাঁড়িয়ে যাবে, আপনি নিজের সকল ধ্যানজ্ঞান ব্যবসার মাঝে দেবেন। এতে করে আপনার নিজের কাজও ঠিক থাকবে, আর্থিক কোন সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হবে না আপনাকে। পাশাপাশি আপনার ব্যবসাও দাঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং শুরু করা যাক। প্রথমেই আপনাকে নিজের কাজে ফোকাস করতে হবে, তারপর সামনে আসা সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো মানসিকতা তৈরি করে নিতে হবে, সেই মানসিক শক্তির সাহায্যে আপনাকে সব ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে আপনি যখন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবেন তখন থেকেই ধীরে ধীরে আপনার ব্যবসা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে আর আপনিও ক্যারিয়ারের দিক দিয়ে সফল হতে থাকবেন। মনে রাখবেন আপনি যদি নিজের কাজের হাল ছেড়ে দেন, তাহলে কখনই সফল হতে পারবেন না। আপনার নিজের কাজে সফলতা পাওয়ার জন্য আপনার নিজেকেই সবার আগে ঠিক থাকতে হবে। যদি আপনি নিজে ঠিক থাকতে পারেন তাহলে আপনার দ্বারা সফলতা অর্জন করা সম্ভব। একটি ভালো বিজনেস দাঁড় করানোর জন্য আপনার নিজের গুরুত্বই অনেক বেশি। আপনি নিজেই যদি ঠিক না থাকেন তাহলে আপনার পক্ষে কখনই সম্ভব নয় ভালো ব্যবসা করতে সক্ষম হওয়া। আপনি শেষ

মানেই হচ্ছে আপনার ব্যবসা শেষ হয়ে যাওয়া। এটা মাথায় রেখেই আপনাকে কাজ করতে হবে।

মনকে পরিবর্তন করুন

তো প্রথমে আপনাদের যেটি বলতে চাই তা হচ্ছে—নিজের মনকে পরিবর্তন করুন। এটা বেশ জরুরী একটি কাজ। আপনি যদি নিজের মনকে পরিবর্তন করতে সক্ষম না হন তাহলে আপনার পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব না। ব্যবসায়িক বড় কোন সাফল্য অর্জন করাটাও আপনার পক্ষে সম্ভব না, যদি আপনি নিজের মনকে পরিবর্তন করতে না পারেন। এই পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া আসলে কেমন? এই প্রশ্ন আপনাদের মনে জাগতেই পারে। তাহলে চলুন এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। আমি ইতোমধ্যেই ওপরে আপনাদের বলেছি নিজেকে একজন ব্যবসায়ী মনে করেই কাজ করতে হবে। দেখা গেল আপনি ব্যবসা করেন ঠিকই কিন্তু আপনার মাঝে একজন ব্যবসায়ীর যেই ধরনের গুণাবলী থাকে, তার মাঝে যেই ধরনের আচার-আচরণ থাকা প্রয়োজন সেসবের কিছুই নেই, তাহলে বলা চলে আপনি একজন ভালো ব্যবসায়ী কখনই হতে পারবেন না। আপনার মাঝে অবশ্যই ব্যবসায়ীদের মাঝে থাকা সব ধরনের গুণাবলী থাকতে হবে। আপনাকে একজন ব্যবসায়ীর মতোই আচরণ তৈরি করে নিতে হবে। সহজ করে বলতে গেলে—ইউ হ্যাভ টু বিহ্যাভ লাইক এ বিজনেসম্যান। সবসময় আপনার মনে রাখতে হবে আপনি একজন ব্যবসায়ী। নিজেই নিজের জগত পছন্দ করে নিয়েছেন আপনি, অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ী হিসবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আপনাকে অন্য কেউ নিশ্চয়ই চাপ প্রদান করেনি। তাই নিজের চয়েজকে সম্মান জানানোর জন্য এবং সফল করে তোলার সব ধরনের কাজ আপনাকেই করতে হবে। আর এই কাজটি করার জন্যই নিজেকে একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী মনে করেই আপনার সব কাজ করতে হবে। এটা করতে পারলে সফলতা পেতে পারেন আপনি। আর যদি না করতে পারেন, তাহলে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা আপনার মাঝে থাকবে না। এতগুলো কথা আমি আপনাদের কেন বললাম? আমার এসব কথা বলার মাঝে কি উদ্দেশ্য ছিল? এসব আপনাদের জানা দরকার। আসলে আমার এতোগুলো কথা বলার মোরাল অব দ্য স্টোরি একটাই, আর তা হচ্ছে—নিজের ব্যবসাকে সিরিয়াসলি নিতে